ধানগাছে অপুষ্টির লক্ষণ ও প্রতিকার

সুষম মাত্রায় সার দিন
অধিক ফলন ঘরে নিন

ফ্যাক্ট শীটঃ মৃত্তিকা ও সার ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

অপুষ্টির প্রতিকার করলে ধানের ফলন বিঘা প্রতি ১৮৫-৩৭০ কেজি বেড়ে যায়। গাছের লক্ষণ দেখে অপুষ্টির কারণ বোঝা যায়।

নাইট্রোজেনের অপুষ্টিজনিত লক্ষণ

- প্রথমে নিচের পাতা হলুদ হয়ে যায়।
- ক্রমান্বয়ে সারা গাছের পাতা হলুদ হয়ে যায়।
- দুই-চার দিনের মধ্যে সারা ক্ষেত হলদেটে দেখা যায়।

প্রতিকার

- বিঘাপ্রতি ২৯-৪০ কেজি ইউরিয়া সার ৩ বারে প্রয়োগ করতে হবে।

চিত্র:ধানগাছে নাইট্রোজেনের অভাবজনিত লক্ষণ

ফসফরাসের অপুষ্টিজনিত লক্ষণ

- কুশি কম ও গাছ খাটো হয়।
- শিষ আসতে দেরী হয় ও পাকতে বেশী সময় লাগে।
- জমির মাঝে মাঝে ধান গাছ বসে যায় এবং সেখানে ধান থোর আসতে দেরী হয়।

প্রতিকার

- বিঘাপ্রতি ৭-১৪ কেজি ফসফরাস সার প্রয়োগ করতে হবে।

চিত্র: ফসফরাসের অভাবজনিত লক্ষণ

পটাশের অপুষ্টিজনিত লক্ষণ

- গাছ খাটো হয়।
- পাতার আগা ও কিনারা মরে যায়।
- গাছ সজীবতা হারিয়ে ফেলে।

প্রতিকার

- বিঘাপ্রতি ৮-১৬ কেজি পটাশ সার প্রয়োগ করতে হবে।

চিত্র: পটাশের অভাবজনিত লক্ষণ

গন্ধকের অপুষ্টিজনিত লক্ষণ

- প্রথমে নুতন পাতা শিরাসহ হলুদ হয়ে যায়।
- ক্রমান্বয়ে সারা গাছের পাতা হলুদ হয়ে যায়।
- ইউরিয়া সার প্রয়োগে কোন ফল হয় না।
- ধান পাকতে দেরী হয়।

প্রতিকার

- বিঘাপ্রতি ৮-১০ কেজি জিপসাম সার প্রয়োগ করতে হবে।
- জমি শুকিয়ে দিলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

চিত্র: গন্ধকের অভাবজনিত লক্ষণ

দস্তার অপুষ্টিজনিত লক্ষণ

- নুতন পাতা হলুদাভ হয় কিন্তু শিরা সবুজ থাকে।
- পরবর্তী সময়ে পাতায় বাদামী দাগ পড়ে।
- শীষ আসতে দেরী হয়, মারাত্মক অপুষ্টির ক্ষেত্রে মোটেই শীষ বের হয় না।

প্রতিকার

- বিঘাপ্রতি ১.৫-২ কেজি দস্তা সার প্রয়োগ করতে হবে।

চিত্র: দস্তার অভাবজনিত লক্ষণ

আরো তথ্যের জন্য :
ড. এম এ সালেক, উদ্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, আঞ্চলিক কার্যালয়, সাগরদী, বরিশাল ৮২০০, ই-মেইল: asaleque_brri@yahoo.com

অধিবেশন ২: মডিউল ৬
ফ্যাক্ট শীট ১১

সহযোগিতায়: আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট